প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারণ, 'অকথিত' কর্মের কর্মত্বই নাই, প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বিবক্ষাহেতু ইহা 'বলাৎকৃত' কর্ম। কর্মের কোন সামান্য লক্ষণ-অনুসারে ইহাদের কর্মত্ববিধান সম্ভবপর নহে। অতএব 'কর্ম' দ্বিবিধ ঃ— (১) **বিশুদ্ধ** কর্ম, এই কর্ম ক্রিয়ার বিষয়ীভূত। (২) **বলাৎকৃত** কর্ম, এই কর্ম ক্রিয়ার বিষয়ীভূত নহে, ক্রিয়ার সহিত বিবক্ষাবশত অন্বিত।

● দী। "**অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্**" (বার্তিক)। কুরূন্ স্বপিতি। মাসমাস্তে। গোদোহমাস্তে। ক্রোশমাস্তে।

● **অনুবাদ**। অকর্মক ধাতুর যোগে দেশ, কাল, ক্রিয়া ও গন্তব্যপথ যে কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বক্তব্য। যথা, — কুরূন্ স্বপিতি ইত্যাদি।

● **আলোচনা**। যে সব ধাতুর কর্ম হয় না তাহা অকর্মক। কিন্তু চারিটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা, দেশ, কাল, ভাব অর্থাৎ ক্রিয়া ও গন্তব্যপথ। অকর্মক ধাতুরও এই চতুর্বিধ কর্ম হইতে পারে। ইহাই বার্তিককারের অভিমত। এখানে ক্রিয়া বলিতে ক্রিয়াব্যাপ্তকাল ও গন্তব্যপথ বলিতে গন্তব্যপথের পরিমাণকে বুঝায়। উক্ত উদাহরণ-সমূহে 'স্বপ্' ও 'আস্' ধাতু বস্তুত অকর্মক, কিন্তু 'কুরু', 'মাস', গোদোহ (গোদোহন ক্রিয়ার কাল) ও ক্রোশ (পথের পরিমাণ) শব্দে যেহেতু যথাক্রমে দেশ, কাল, ভাব ও গন্তব্যপথের প্রতীতি হয়, অতএব উহারা কর্ম হইয়াছে। বস্তুত ইহারা 'অকথিত' কর্ম। অধিকরণত্ব বিবক্ষিত না হওয়ায় উহাদের কর্মত্ব।

অকর্মক ধাতুর কর্মত্ববিধায়ক পাণিনির কোন সূত্র না থাকার জন্যই এই বার্তিক সূত্রের উদ্ভব। কিন্তু পাণিনির প্রকৃত অনুগামিগণের মতে এই বার্তিক সূত্রের কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে নিদ্রা বিষয়ে 'কুরু' দেশ নিদ্রাকর্তার ঈপ্সিততম স্থান, অতএব 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' এই সূত্রানুসারেই 'কুরু' কর্ম। 'মাসম্', 'গোদোহম্' ও 'ক্রোশম্' ব্যাপ্তার্থে দ্বিতীয়ার উদাহরণ। এই ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যায় যে, পাণিনীয় কোন না কোন সূত্রের দ্বারা অকর্মক ধাতুর কর্ম সমর্থনীয়।

❑ ৫৪০। গতি-বুদ্ধি-প্রত্যবসানার্থ-শব্দ কর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ। ১।৪।৫২।।

• দী। গত্যাদ্যর্থানাং শব্দকর্মণামকর্মকাণাঞ্চ অ'ণৌ যঃ কর্তা স ণৌ কর্ম স্যাৎ।

শত্রূনগময়ৎ স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ৎ।
আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়দ্বিধিম্।
অসয়ৎ সলিলে পৃথ্বীং যঃ স মে শ্রীহরির্গতিঃ।।

'গতি —' ইত্যাদি কিম্। পাচয়ত্যোদনং দেবদত্তেন। 'অণ্যন্তানাং' কিম্? গময়তি দেবদত্তো যজ্ঞদত্তম্। তমপরঃ প্রযুঙ্‌ক্তে — গময়তি দেবদত্তেন যজ্ঞদত্তং বিষ্ণুমিত্রঃ

• **পদটীকা** । **প্রত্যবসান** — ভোজন। **শব্দকর্মক ধাতু** — শব্দময় গ্রন্থাদি ধাতুর কর্ম অর্থাৎ কর্মকারক তাহা। **ণি** — ণিচ্; **অণৌ** — অণিজন্ত অবস্থায়।

• **অনুবাদ** — গমনার্থক, জ্ঞানার্থক, ভোজনার্থক, শব্দকর্মক ও অকর্মক ধাতুর ণিজন্ত অবস্থায় উহাদের অণিজন্ত অবস্থার কর্তা কর্ম হয়। উদাহরণ — 'শত্রূনগময়ৎ স্বর্গম্' ইত্যাদি।

সূত্রে গতি, বুদ্ধি ইত্যাদ্যর্থক ধাতুর কথা বলা হইয়াছে কেন? কারণ এই সব ধাতুরই 'অণি-কর্তা' কর্ম হয়, অন্য ধাতুর নহে। যথা, পাচয়ত্যোদনং —। অণিজন্ত অবস্থার কর্তা কর্ম হইবে এইরূপ বলা হইল কেন? কারণ ণিজন্ত ধাতুর কর্তা প্রযোজ্য হইলেও কর্ম হইবে না। যথা, 'গময়তি দেবদত্তো —' এই উদাহরণে যজ্ঞদত্তের গমনবিষয়ে 'দেবদত্ত' প্রযোজক; কিন্তু পরবর্তী উদাহরণে দেবদত্তকে প্রযোজনা দিতেছে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ বিষ্ণুমিত্র। অতএব 'দেবদত্ত' প্রযোজ্য কর্ম হয় নাই।

• **আলোচনা** । আলোচ্য সূত্রটি প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক। পাণিনির মতে **'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'**। যিনি স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীনভাবে কর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই কর্তা। 'তৎ-প্রযোজ্যকো হেতুশ্চ।' যিনি 'স্বতন্ত্র' কর্তাকে প্রযোজনা দেন, তিনি **প্রযোজক অথবা হেতুকর্তা**। স্বতন্ত্র কর্তা যখন প্রযোজিত হন, তখন তিনি **প্রযোজ্য কর্তা**। প্রয়োজনার্থে

ধাতুর উত্তর ণিচ্ হয়। অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা ণিজন্ত অবস্থায় প্রযোজ্য হইলে অনুক্ত হয় ও তাহাতে 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং প্রযোজক কর্তা ণিজন্ত ক্রিয়াদ্বারা উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা হইয়া থাকে। কিন্তু কতিপয় ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্তায় তৃতীয়া না হইয়া দ্বিতীয়া হয় অর্থাৎ প্রযোজ্য কর্তা **প্রযোজ্যকর্ম** সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। গতি-বুদ্ধি-ভোজনার্থক, শব্দকর্মক ও অকর্মক, এই পঞ্চ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কর্ম হয় এবং তাহাই এই সূত্রের বক্তব্য। উদাহরণ, যথা— 'শত্রূনগময়ৎ ...মিত্যাদি।

—উদাহরণ-বিশ্লেষণ—

অণিজন্ত অবস্থা	**ণিজন্ত অবস্থা**
(১) **শত্রবঃ** স্বর্গমগচ্ছন্।	যঃ **শত্রূন্** স্বর্গমগময়ৎ।
(২) **স্বা** বেদার্থম্ অবিদুঃ।	যঃ **স্বান্** বেদার্থমবেদয়ৎ।
(৩) **দেবা** অমৃতমাশ্নন্।	যঃ **দেবান্** অমৃতমাশয়ৎ।
(৪) **বিধিঃ** বেদমধ্যৈত।	যঃ **বিধিম্** বেদমধ্যাপয়ৎ।
(৫) **পৃথ্বী** সলিলে আস্ত।	যঃ **পৃথ্বীম্** সলিলে আসয়ৎ।

● **উদাহরণ-শ্লোকের অর্থ ঃ—** সেই শ্রীহরি আমার শরণ, যিনি শত্রুগণকে স্বর্গে গমন করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ শত্রুবিনাশ করিয়াছিলেন), স্বজনগণকে বেদের অর্থ অবগত করাইয়াছিলেন, দেবতাগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মাকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন এবং পৃথিবীকে জলমগ্ন রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা অবশ্যস্মরণীয় যে, অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তাই প্রযোজ্য হইলে কর্ম হইবে। সূত্রে 'অ-ণি-কর্তা' বলার ইহাই সার্থকতা। ণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা প্রযোজ্য হইলে কর্ম হইবে না। যথা, গময়তি **দেবদত্তেন** যজ্ঞদত্তং বিষ্ণুমিত্রঃ। এই বাক্যটির যাহা অর্থ তদনুসারে বিশ্লেষণ হইবে নিম্নরূপ—

যজ্ঞদত্তঃ গচ্ছতি। দেবদত্তঃ **যজ্ঞদত্তং** গময়তি। বিষ্ণুমিত্রঃ **দেবদত্তেন** যজ্ঞদত্তং গময়তি। বিষ্ণুমিত্র দেবদত্তকে বলিয়া যজ্ঞদত্তকে যাওয়াইতেছে, ইহাই উদাহরণবাক্যার্থ। 'যজ্ঞদত্ত' দেবদত্তের প্রযোজ্য, 'দেবদত্ত' বিষ্ণুমিত্রের। 'যজ্ঞদত্ত' 'গচ্ছতি' অর্থাৎ অণিজন্ত ক্রিয়ার কর্তা, অতএব সে 'প্রযোজ্য' হইয়া কর্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু 'দেবদত্ত' যেহেতু 'গময়তি' অর্থাৎ ণিজন্ত অবস্থার কর্তা, অতএব সে 'বিষ্ণুমিত্রের' প্রযোজ্য হইয়াও কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাতে অনুক্ত কর্তায় তৃতীয়া হইয়াছে। ইহাই দীক্ষিত-কৃত আলোচনার বিশিষ্ট তাৎপর্য।

- **প্রযোজ্য কর্মের প্রতিষেধ (exception) ও প্রতিপ্রসব (counter-exception) বিষয়ে কয়েকটি বার্তিক সূত্র**

- দী। (১) "**নীবহ্যোর্ন**"। নায়য়তি বাহয়তি বা ভারং **ভৃত্যেন**।

(২) "**নিয়ন্ত্রকর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ**"। বাহয়তি রথং **বাহান্** সূতঃ।

(৩) "**আদিখাদ্যোর্ন**"। আদয়তি খাদয়তি বা অন্নং **বটুনা**।

(৪) "**ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন**"। ভক্ষয়ত্যন্নং **বটুনা**। অহিংসার্থস্য কিম্? ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ শস্যম্।

(৫) "**জল্পতিপ্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্**"। জল্পয়তি ভাষয়তি বা ধর্মং **পুত্রং** দেবদত্তঃ।

(৬) "**দৃশেশ্চ**"। দর্শয়তি হরিং **ভক্তান্**। সূত্রে জ্ঞান-সামান্যার্থানামেব গ্রহণং ন তু তদ্বিশেষার্থানাম্ ইত্যনেন জ্ঞাপ্যতে। তেন স্মরতি জিঘ্রতি ইত্যাদীনাং ন। স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি **দেবদত্তেন**।

(৭) "**শব্দায়র্তেন**" শব্দায়য়তি **দেবদত্তেন**। ধাত্বর্থসংগৃহীতকর্মত্বেন অকর্মকত্বাৎ প্রাপ্তিঃ।

- **পদটীকা। নিয়ন্ত্রকর্তৃকস্য** — নিয়ন্তা যাহার কর্তা তাহার। নিয়ন্তা— সারথি। কর্তৃশব্দের অর্থ এখানে **প্রযোজক কর্তা**। **ভক্ষয়তি** — **ভক্ষ্** + **ণিচ্** = '**ভক্ষি**' + লট্ তি। 'ভক্ষ্' ও 'ভক্ষি' ধাতুর রূপ এক (ভক্ষয়তি), অর্থেই পার্থক্য। এখানে 'ভক্ষণ করাইতেছে' এই অর্থ।

উপসংখ্যানম্ — উপ (সমীপে) সংখ্যানম্ (গণনা)। 'মূলসূত্রস্য সমীপে উক্তিরুপসংখ্যানম্।' 'অষ্টাধ্যায়ীর' বৃত্তিকার কাত্যায়নের সূত্রের নাম **'বার্তিক'** সূত্র। এই সূত্রগুলি পাণিনীয় ব্যাকরণের পরিপূরক। পাণিনির সূত্রের দ্বারা যে-সব প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না, তাহাদের সমর্থনের জন্যই 'বার্তিক' সূত্রের উদ্ভব। বার্তিক সূত্রের অপর নাম 'বক্তব্য' বা 'উপসংখ্যান' সূত্র। 'বক্তব্যং সূত্রমুপসংখ্যানম্।' অর্থাৎ পাণিনীয় মূল সূত্রের সমীপে এই সব সূত্রও বক্তব্য বা গণনীয়। বার্তিক বহু সূত্রের মধ্যে সেইজন্যই 'বক্তব্যম্' 'বাচ্যম্', 'উপসংখ্যানম্' এই সব উক্তি দৃষ্ট হয়।

● **অনুবাদ** । (১) নী ও বহ্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না। যথা, 'নায়য়তি' ইত্যাদি।

(২) যদি নিয়ন্তা অর্থাৎ সারথিবাচক কোন শব্দ বহ্ ধাতুর প্রযোজক কর্তা হয়, তবে প্রযোজ্য কর্ম নিষিদ্ধ নহে। যথা, 'বাহয়তি—'।

(৩) অদ্ ও খাদ্ ধাতুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্ম নিষিদ্ধ। যথা, 'আদয়তি—'।

(৪) অহিংসার্থে অর্থাৎ হিংসা না বুঝাইলে 'ভক্ষি' ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না। যথা, ভক্ষয়ত্যন্নং **বটুনা**। অহিংসার্থে বলা হইল কেন? কারণ, হিংসা বুঝাইলে প্রযোজ্য কর্ম নিষিদ্ধ নহে। যথা, ভক্ষয়তি **বলীবর্দান্** শস্যম্।

(৫) 'জল্প্' প্রভৃতি কতিপয় ধাতু প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক মূল সূত্রে বক্তব্য। অর্থাৎ ধাতুরও প্রযোজ্য কর্ম হয়। যথা, 'জল্পয়তি ভাষয়তি' ইত্যাদি।

(৬) প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক সূত্রে 'দৃশ্' ধাতুর উল্লেখ কর্তব্য। কারণ ইহারও প্রযোজ্য কর্ম হয়। যথা, 'দর্শয়তি হরিং—'। এই বার্তিক সূত্রের জন্য মূলসূত্রে 'বুদ্ধি' শব্দে সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বিশেষ জ্ঞান নহে। অতএব স্মরতি, জিঘ্রতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্যকর্ম হইবে না। যথা, 'স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি—'।

(৭) 'শব্দায়' ধাতুর প্রযোজ্য কর্ম হয় না। যথা, শব্দায়য়তি — "। 'শব্দায়' ধাতুর অর্থের মধ্যেই উহার কর্ম নিহিত বলিয়া, উহা অকর্মক। অকর্মকত্বহেতু এখানে প্রযোজ্য কর্মের প্রাপ্তি ছিল। আলোচ্য বার্তিকসূত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

উক্ত 'প্রতিষেধ' ও 'প্রতিপ্রসব' সূত্রগুলির উদাহরণের 'ণিজন্ত' ও অণিজন্ত অবস্থা,

অণিজন্ত অবস্থা	ণিজন্ত অবস্থা
(১) ভৃত্যঃ ভারং নয়তি বহতি বা।	(প্রভুঃ) ভৃত্যেন ভারং নায়য়তি বাহয়তি বা।
(২) বাহাঃ রথং বহন্তি।	সূতঃ বাহান্ রথং বাহয়তি।
(৩) বটুঃ অন্নমত্তি খাদতি বা।	(পুণ্যার্থী) বটুনা অন্নম্ আদয়তি খাদয়তি বা।
(৪) বটুঃ অন্নং ভক্ষয়তি।	(গৃহস্থঃ) বটুনা অন্নং ভক্ষয়তি।
(৫) বলীবর্দাঃ শস্যং ভক্ষয়ন্তি।	(শত্রুঃ) বলীবর্দান্ শস্যং ভক্ষয়তি।
(৬) পুত্রঃ ধর্মং জল্পতি ভাষতে বা।	দেবদত্তঃ পুত্রং ধর্মং জল্পয়তি ভাষয়তি বা।
(৭) ভক্তাঃ হরিং পশ্যন্তি।	(পরমহংসঃ) ভক্তান্ হরিং দর্শয়তি।
(৮) দেবদত্তঃ স্মরতি, জিঘ্রতি।	(যজ্ঞদত্তঃ) দেবদত্তেন স্মারয়তি, ঘ্রাপয়তি।
(৯) দেবদত্তঃ শব্দায়তে।	(যজ্ঞদত্তঃ) দেবদত্তেন শব্দায়য়তি।

• **আলোচনা**। 'প্রযোজ্যকর্ম' বিষয়ে পাণিনির মূল সূত্র হইল 'গতিবুদ্ধি' ইত্যাদি। কিন্তু এই সূত্রের বহুস্থলেই ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অথচ এই ব্যতিক্রমসমূহের সমর্থক পাণিনির কোন সূত্র নাই। নাই বলিয়াই 'বার্তিক' সূত্রসমূহের উদ্ভব। 'গত্যর্থক' ধাতুর ক্ষেত্রে 'নী' ও 'বহ্' হইল ব্যতিক্রম। 'গমন' বলিতে সঞ্চলন (motion) বুঝায়। গমন ব্যতীত নয়ন বা বহন হয় না। অতএব এই দুইটি ধাতু 'গত্যর্থক'। ইহাদের 'প্রযোজ্যকর্ম' নিষিদ্ধ। এই 'নিষেধ'-সূত্রের আবার 'প্রতিপ্রসব' আছে। 'বহ্' ধাতুর ক্ষেত্রে এই প্রতিপ্রসব দৃষ্ট হয়। সারথিবাচক কোন শব্দ প্রযোজক কর্তা হইলে বহ্ ধাতুর প্রযোজ্যকর্ম হয়।

'বুদ্ধ্যর্থক' ধাতুরও ব্যতিক্রম আছে। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রযোজ্য কর্ম হয়। কিন্তু দর্শন-স্পর্শনাদি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু 'দৃশ্' ধাতুরই প্রযোজ্য কর্ম হইবে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা যে জ্ঞান, তাহাই বিশেষ জ্ঞান। 'দৃশেশ্চ' এই বার্তিক সূত্রটি না থাকিলে মূল সূত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের দ্বারা সাধারণ ও বিশেষ, উভয়বিধ জ্ঞান বুঝাইত ও সর্ববিধ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই

প্রযোজ্যকর্ম হইত। কিন্তু যেহেতু দর্শন ব্যতীত অন্য বিশেষজ্ঞানের প্রযোজ্যকর্ম হয় না তজ্জন্যই 'দৃশেশ্চ' এই সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্রের জন্যই মূল সূত্রে 'বুদ্ধি' শব্দের অর্থ সাধারণ জ্ঞান বুঝিতে হইবে, বিশেষ জ্ঞান নহে। 'সূত্রে' জ্ঞানসামান্যার্থানামেব' ইত্যাদি দীক্ষিত-বচনের ইহাই সারার্থ। অতএব স্মরণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্ম হয় না।

'ভোজনার্থক' ধাতুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হইল 'অদ্', 'খাদ্' ও 'ভক্ষ্'। কিন্তু 'ভক্ষ্' ধাতুর প্রতিপ্রসব আছে। হিংসা বুঝাইলে 'ভক্ষ্' ধাতুর প্রযোজ্যকর্ম হয়। যথা, বলীবর্দান্ শস্যং ভক্ষয়তি। শত্রু হিংসাপূর্বক বলীবর্দ অর্থাৎ বৃষভসমূহকে দিয়া শত্রুর শস্য ভক্ষণ করাইতেছে।

অকর্মক ধাতুর ব্যতিক্রম 'শব্দায়' ধাতু। ইহার প্রযোজ্য কর্ম হয় না। 'শব্দায়' ধাতুর অর্থ শব্দ করা (শব্দং করোতি শব্দায়তে)। কিন্তু 'শব্দ'রূপ কর্ম সত্ত্বেও ইহা কিরূপে অকর্মক হইল? তাহারই উত্তরে দীক্ষিত বলেন — 'ধাত্বর্থ-সংগৃহীতকর্মত্বেন' ইত্যাদি।

সংস্কৃত সাহিত্যে চতুর্বিধ অকর্মক ধাতু দৃষ্ট হয়, যথা—

"ধাতোরর্থান্তরে বৃত্তের্ধাত্বর্থেনোপসংগ্রহাৎ।

প্রসিদ্ধেরবিবক্ষাতঃ কর্মণোঽকর্মিকা ক্রিয়া।।"

অর্থাৎ— (১) সকর্মক ধাতু কখনও কখনও অর্থান্তরে অকর্মক হয়। যথা, বহ 'বহন করা' অর্থে সকর্মক, কিন্তু 'প্রবাহিত হওয়া' এই অর্থে অকর্মক। 'ভৃত্যঃ ভারং বহতি' (সকর্মক)। কিন্তু 'নদী বহতি বেগেন' (অকর্মক)।

(২) কর্ম যদি ধাত্বর্থের অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ যদি ধাতুর অর্থের মধ্য দিয়াই কর্মের প্রকাশ হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে, তবে তাহাও অকর্মক। কর্ম যেখানে দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত হইয়া কারকের রূপ প্রাপ্ত হয়, সেখানেই ধাতু সকর্মক। যথা, ভারং বহতি। এই বাক্যে 'ভার' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে কর্মকারকরূপে প্রকাশিত। কিন্তু 'শব্দায়' ধাতুর ক্ষেত্রে 'শব্দ'রূপ যে কর্ম তাহা পৃথক্ প্রকাশিত নহে। 'কর্ম' উক্ত ধাতুর অবয়বীভূত হইয়া স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছে। অতএব 'শব্দায়' ধাতু অকর্মক।

(৩) যে সকল ধাতু স্বভাবতই অকর্মক, যথা সত্তা-লজ্জা-স্থিতি-জাগরণাদ্যর্থক ধাতু (√ভূ, √স্থা, √হস্ ইত্যাদি)। যথার্থ অকর্মক বলিতে এইসব ধাতুকেই বুঝায়, ইহারাই প্রসিদ্ধ অকর্মক।

(৪) কর্ম উক্ত না হইলে সকর্মক ধাতুর যে অকর্মকত্ব তাহা। যথা, দেবদত্ত পচতি। বাহ্যত ইহা অকর্মক হইলেও, বস্তুত সকর্মক।

উল্লিখিত এই চতুর্বিধ অকর্মকের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারে 'শব্দায়' ধাতুর অকর্মকত্ব সিদ্ধ হয়। অকর্মকত্বহেতু প্রযোজ্যকর্মের সম্ভাবনা থাকায় 'শব্দায়র্তেন' এই বার্তিক সূত্রে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

• **দী**। যেষাং দেশকালাদিভিন্নং কর্ম ন সম্ভবতি তে অকর্মকাঃ, ন তু অবিবক্ষিত-কর্মাণোঽপি। তেন 'মাসমাসয়তি দেবদত্তম্' ইত্যাদৌ কর্মত্বং ভবতি, 'দেবদত্তেন পাচয়তি' ইত্যাদৌ তু ন।

• **অনুবাদ**। যাহাদের দেশ-কাল প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কর্ম সম্ভব নয়, তাহারাই অকর্মক, কর্মের অনুল্লেখহেতু যাহারা অকর্মক, তাহারা নহে। অতএব 'মাসমাসয়তি **দেবদত্তম্**' ইত্যাদি স্থলে প্রযোজ্যকর্ম হইবে, '**দেবদত্তেন** পাচয়তি' ইত্যাদি স্থলে নহে।

• **আলোচনা**। ইতিপূর্বে চতুর্বিধ অকর্মক ধাতুর কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কর্মের অনুল্লেখ' হেতু যে অকর্মক, তাহার প্রযোজ্যকর্ম হইবে না। যথা — **দেবদত্তঃ** পচতি। **দেবদত্তেন** পাচয়তি। অতএব প্রযোজ্যকর্মবিধায়ক মূল সূত্রে 'অকর্মক' বলিতে অন্য ত্রিবিধ অকর্মক ধাতু বুঝিতে হইবে। এই ত্রিবিধ অকর্মকেরই ('শব্দায়' ধাতু ব্যতীত) প্রযোজ্য কর্ম হয়। মধ্যে মধ্যে অকর্মক ধাতুরও দেশবাচক, কালবাচক, ভাববাচক এবং গন্তব্য পথের পরিমাণবোধক শব্দ কর্মরূপে দৃষ্ট হয় ('অকর্মক-ধাতুভির্যোগে দেশঃ—')। কিন্তু **প্রযোজ্যকর্মবিধানের ক্ষেত্রে** এই চতুর্বিধ কর্ম সত্ত্বেও অকর্মক ধাতুর অকর্মকত্ব নষ্ট হইবে না। অর্থাৎ দেশকালাদিকর্ম থাকিলেও অকর্মকের প্রযোজ্যকর্ম হইবে। যথা, **দেবদত্তঃ** মাসম্ আস্তে। **দেবদত্তম্** মাসম্ আসয়তি।

'ঋতে' শব্দের যোগে ২য়া হয়, অথচ তৎসমর্থক কোন সূত্র নাই। অতএব, ইহা 'ততোঽন্যত্রাপি' এই 'বার্তিক' বচনানুসারেই সিদ্ধ। শুধু 'ঋতে' নয়, সূত্র-বহির্ভূত যে-কোন অব্যয়যোগে দ্বিতীয়াই এই বচনানুসারে সমর্থনীয়।

❑ ৫৪৫। অন্তরান্তরেণযুক্তে ২।৩।৪।।

• দী। আভ্যাং যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। অন্তরা ত্বাং মাং হরিঃ। অন্তরেণ হরিং ন সুখম্।

• অনুবাদ। অন্তরা ও অন্তরেণ, এই দুই অব্যয়ের যোগে ২য়া হয়। যথা— অন্তরা ইত্যাদি।

• আলোচনা। 'অন্তরা' শব্দের অর্থ 'মধ্যে'। 'অন্তরেণ' — বিনা। হরি তোমার ও আমার মধ্যে আছেন। হরি ব্যতীত সুখ নাই। ইহাই উদাহরণ বাক্যদ্বয়ের অর্থ। 'অন্তরা' যোগে 'ত্বাং' ও 'মাং' এবং 'অন্তরেণ' যোগে 'হরিং' ২য়া হইয়াছে।

❑ ৫৪৬। কর্মপ্রবচনীয়াঃ ১।৪।৮৩।।

• দী। ইত্যধিকৃত্য—

• অনুবাদ । ইহা একটি অধিকার-সূত্র। ইহাকে আশ্রয় করিয়া— বক্ষ্যমাণ সূত্রগুলি (৫৪৭-৫৫৭)-র মধ্যে যে অব্যয়গুলি আছে, তাহাদের সংজ্ঞা **'কর্মপ্রবচনীয়'**।

• আলোচনা। এখন 'কর্মপ্রবচনীয়' প্রকরণ শুরু হইল। **কর্মপ্রবচনীয়** = কর্ম + প্র + বচ্ + অনীয় (ভূতে কর্তরি)। এই শব্দে অতীত কালে কর্তৃবাচ্যে 'অনীয়' প্রত্যয় হইয়াছে। 'কর্ম' শব্দের অর্থ 'ক্রিয়া', কর্মকারক নহে। অতএব শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল, যাহাদ্বারা কোন ক্রিয়া উক্ত বা দ্যোতিত হইত, তাহাই **'কর্মপ্রবচনীয়'**।

অব্যয় দ্বিবিধ — (১) **বাচক** ও (২) **দ্যোতক**। 'স্বরাদিনিপাতমব্যয়ম্।' স্বঃ, প্রাতঃ প্রভৃতি অব্যয়ের বাচ্যার্থ আছে, অতএব স্বরাদি 'বাচক' অব্যয়। যাহার কোন নিজস্ব অর্থাৎ বাচ্য অর্থ নাই, কোন শব্দ বা ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে যাহা বিশেষ বিশেষ অর্থের দ্যোতনা করে, তাহা দ্যোতক অব্যয় এবং এই দ্যোতক অব্যয়েরই অপর নাম 'নিপাত'। 'নিপাত' সংখ্যায় অনেক। 'প্রাদয়ঃ' এই সূত্রানুসারে প্র, পরা, অপ, সম্ প্রভৃতি ২০টি

অব্যয়ও নিপাত এবং ইহারা ব্যাকরণে 'প্রাদি' বলিয়া পরিচিত। এই 'প্রাদি' বিংশতি নিপাত ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইলে 'উপসর্গ' অথবা 'গতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সূত্র, যথা— 'উপসর্গাঃ ক্রিয়াযোগে' ও 'গতিশ্চ'। প্রনায়কঃ দেশঃ, অভিনবঃ, সুপুরুষঃ ইত্যাদিস্থলে প্র অভি ও সু নিপাতমাত্র, উপসর্গ বা গতি নয়, কারণ নায়ক, নব ও পুরুষ ক্রিয়া নহে কিন্তু 'প্রণমতি' ও 'প্রণম্য' এই পদদ্বয়ে 'প্র' যথাক্রমে উপসর্গ ও গতি, কারণ উভয়ত্র ইহা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত।

এই 'প্রাদি' নিপাতগুলিই কখনও কখনও 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। অতএব কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক অব্যয়গুলিরও নিজস্ব কোন অর্থ নাই, ইহারা অর্থদ্যোতনা করে মাত্র। ক্রিয়ার সহিত যুক্ত উপসর্গ অথবা গতি কখনও কখনও ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাক্যে প্রযুক্ত হয় এবং এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইহারা 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। 'কর্মপ্রবচনীয়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাহাই। যাহা পূর্বে ক্রিয়াকে বিশেষিত করিত, সম্প্রতি করে না, তাহা কর্মপ্রবচনীয়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কিন্তু ক্রিয়াকে বিশেষিত না করিলেও ক্রিয়াযুক্ত অবস্থায় যে বিশেষ সম্বন্ধ দ্যোতনা করিত তাহা দ্যোতনা করে, ইহাই কর্মপ্রবচনীয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা, জপমনু প্রাবর্ষৎ মেঘঃ। এই বাক্যে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়। বস্তুত এই বাক্যটি 'জপমনুনিশম্য প্রাবর্ষৎ মেঘঃ' এই বাক্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। শেষোক্ত বাক্যে 'নিশম্য' ক্রিয়ার সহিত যুক্ত, অতএব তাহা 'গতিসংজ্ঞক', কিন্তু পূর্বোক্ত বাক্যে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়, কারণ তাহা 'নিশম্য' ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উহার সহিত সর্বথা সম্পর্কশূন্য। কিন্তু 'অনুনিশম্য' অবস্থায় 'অনু' নিশমন-ক্রিয়াকে বিশেষিত করিয়া জপের সহিত বর্ষণের যে কার্যকারণ সম্বন্ধ দ্যোতনা করিত, নিশমন-ক্রিয়া-বর্জিত কর্মপ্রবচনীয় 'অনু'- ও সেই সম্বন্ধই দ্যোতনা করে। জপ শুনিবামাত্রই মেঘ বর্ষণ সুরু করিল, ইহাই বাক্যার্থ। অর্থাৎ বর্ষণ জপের ফল, জপই হেতু বর্ষণের। ইহাই জপ ও বর্ষণের সম্বন্ধ। এই বিষয়ে ভর্তৃহরির কারিকাটি স্মরণীয়। তিনি বলেন—

"ক্রিয়ায়া দ্যোতকো নায়ং, সম্বন্ধস্য ন বাচকঃ।
নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী, সম্বন্ধস্য তু ভেদকঃ।।"

অর্থাৎ, ইহা প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্রিয়াপদকে ত' বিশেষিত করেই না, পরোক্ষ-ভাবেও কোন ক্রিয়াপদের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই (নাপি ক্রিয়াপদাক্ষেপী)। ইহা সম্বন্ধ-বিশেষের ভেদক অর্থাৎ দ্যোতক, কিন্তু বাচক নহে।

ইহাই 'কর্মপ্রবচনীয়ের' প্রকৃত স্বরূপ। ইহার যেমন কোন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ কোন বাচ্যার্থও নাই। সম্বন্ধ-বিশেষ দ্যোতনা করাই ইহার কাজ। কখনও কখনও তাহাও আবার দ্যোতনা করে না, সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইয়াই প্রযুক্ত হয়।

❑ ৫৪৭। অনুর্লক্ষণে ১।৪।৮৪।।

• দী। লক্ষণে দ্যোত্যে অনুরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। গত্যুপসর্গসংজ্ঞাপবাদঃ।

• **পদটীকা**।। **লক্ষণ** — কার্য-কারণসম্বন্ধ। **অপবাদ** — বাধক। **উক্তসংজ্ঞ** — কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞ।

• **অনুবাদ**। কার্য কারণসম্বন্ধ দ্যোতনা করিয়া 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। ইহা 'গতি ও উপসর্গ' সংজ্ঞার বাধক।

• **আলোচনা**। কর্মপ্রবচনীয়গুলি বিশেষ বিশেষ অর্থের দ্যোতনা করে। আলোচ্য সূত্রে 'অনু'-র কার্য-কারণসম্বন্ধ দ্যোতনার কথা বলা হইয়াছে। উদাহরণ, যথা— **জপমনুনিশম্য প্রাবর্ষৎ** মেঘঃ। অন্যান্য অর্থেও 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়। তাহা পরে বলা হইবে।

❑ ৫৪৮। কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া ২।৩।৮।।

• দী। এতেন যোগে দ্বিতীয়া স্যাৎ। জপমনু প্রাবর্ষৎ। হেতুভূতজপোপলক্ষিতং বর্ষণমিত্যর্থঃ।

• **অনুবাদ**। ইহার অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়ের যোগে ২য়া বিভক্তি হয়। যথা, জপমনু প্রাবর্ষৎ। কারণস্বরূপ জপের দ্বারা সূচিত বর্ষণ, ইহাই বাক্যার্থ।

• **আলোচনা**। 'কর্মপ্রবচনীয়' সাধারণত বিভক্তি নিয়ন্ত্রণ করে, কখনও কখনও অতিক্রম দৃষ্ট হয়। 'কর্মপ্রবচনীয়' যোগে অর্থবিশেষে ২য়া, ৫মী ও ৭মী বিভক্তি হইয়া থাকে। লক্ষণার্থে 'অনু'যোগে **কারণে** ২য়া বিভক্তি হয়। উক্ত উদাহরণে 'জপ' বর্ষণের হেতু, অতএব তাহাতে অনু-যোগে ২য়া হইয়াছে।

• দী। পরাপি হেতৌ তৃতীয়া অনেন বাধ্যতে, 'লক্ষণেত্থম্ভূত—' (৫৫২-১।৪।৯০) ইত্যাদিনা সিদ্ধে পুনঃ সংজ্ঞাবিধানসামর্থ্যাৎ।

• অনুবাদ। 'হেতৌ' এই সূত্রানুসারে তৃতীয়া পরবর্তী হইলেও আলোচ্য সূত্রের দ্বারা বাধিত হইবে। 'লক্ষণেত্থম্ভূত—' এই সূত্রে 'অনু'-র কর্মপ্রবচনীয়ত্ব সিদ্ধ হইলেও পুনরায় উহার কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা-বিধানের সামর্থ্যেই এইরূপ হইয়া থাকে অর্থাৎ তৃতীয়া বাধিকা না হইয়া বাধিত হয়।

• আলোচনা। 'জপমনু প্রাবর্ষৎ মেঘঃ' এই বাক্যে 'জপ' বর্ষণের হেতু। এখানে হেত্বর্থক 'জপ' শব্দে 'অনু'-যোগে ২য়া হইয়াছে। 'হেতৌ' এই সূত্রানুসারে এখানে তৃতীয়াও সম্ভব। অতএব 'কর্মপ্রবচনীয়যোগে ২য়া' অথবা 'হেতৌ ৩য়া' অথবা 'উভয়ই' হইবে, ইহাই হইল প্রশ্ন। তদুত্তরেই 'পরাপি হেতৌ তৃতীয়াঃ' ইত্যাদি দীক্ষিতের উক্তি।

পাণিনির মতে 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্'। বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তুল্যবল বিধয়ের বিরোধ হইলে পরবর্তী সূত্রই প্রযোজ্য। 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া' পূর্ববর্তী সূত্র, অতএব উক্ত নিয়মানুসারে 'হেতৌ' এই পরবর্তী সূত্রই এখানে বলবত্তর ও প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী সূত্র যদি বাধিত হয় তবে অনু-যোগে ২য়া হয় না, অথচ অনু-যোগে ২য়া প্রয়োগ-সিদ্ধ। এই প্রয়োগসমর্থনের জন্যই দীক্ষিত বলেন, 'হেতৌ' সূত্রটি পরবর্তী হইলেও এই ক্ষেত্রে তাহা বাধক না হইয়া বাধিত হইবে। কারণ, 'লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যান—' এই সূত্রানুসারে 'অনু'-র লক্ষণার্থে কর্মপ্রবচনীয়ত্ব সত্ত্বেও 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্রে পুনরায় একই অর্থে যে 'অনু'-র কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধান করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক। 'লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যান—' এই সূত্রটি পরবর্তী 'হেতৌ' সূত্রের দ্বারা বাধিত হইতে পারে এই আশংকায় সূত্রকার 'অনু'-যোগে ২য়া যাহাতে ব্যর্থ না হয় তজ্জন্য 'অনু'কে পৃথকভাবে পুনরায় 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত একই অর্থে 'অনু'-র দুইবার কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞার কোন অর্থ হয় না। অর্থাৎ, 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্রানুযায়ী 'অনু'-র কর্মপ্রবচনীয়ত্ব এবং 'কর্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া' এই সূত্রানুসারে তদ্‌যোগে ২য়া 'হেতৌ' সূত্রের দ্বারা কোন প্রকারেই বাধিত হইবে না। ইহাই দ্বিতীয়বার কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা বিধানের বিশেষ তাৎপর্য।

বস্তুত 'লক্ষণ' শব্দের দুইটি অর্থ— (১) কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ও (২) সূচ্য-সূচক-সম্বন্ধ। 'লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যান—' সূত্রে উক্ত প্রতি ও পরি, এই দুই কর্মপ্রবচনীয়ের কার্যকারণ-সম্বন্ধে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, অতএব সূত্রটি বাধিত হইলেও প্রতি ও পরি-র ক্ষেত্রে অনর্থের কোন সম্ভাবনা নাই। 'অনুর্লক্ষণে' সূত্রটি না থাকিলে কার্য-কারণ-সম্বন্ধে 'অনু'যোগে দ্বিতীয়াই শুধু বাধিত হইত। 'লক্ষণেত্থম্ভূত—' সূত্রে 'লক্ষণ'শব্দের 'সূচ্য-সূচক-সম্বন্ধ' এই অর্থই গ্রহণীয়। এই অর্থে প্রতি, পরি ও অনু কর্মপ্রবচনীয় হইলে তদ্যোগে দ্বিতীয়ার বাধিত হওয়ার কোন আশংকা নাই। একমাত্র 'অনু'-ই 'লক্ষণ' শব্দের উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়, অতএব 'অনু'-র জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োজন। 'অনুর্লক্ষণে' এই সূত্র হইল সেই রক্ষাকবচ।

• **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—**

সূত্রকার পাণিনি শুধু সূত্ররচনাই করিয়াছেন, সূত্রের কোন উদাহরণ দেন নাই। ফলত অনেক সময় সূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য অবধারণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং সূত্রব্যাখ্যায় মতান্তর দৃষ্ট হয়। শুধু তাহাই নয়, ছিদ্রান্বেষিগণ সূত্রের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা অনুসন্ধান করিতে প্রয়াস পান ও কঠোর সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন। কিন্তু পাণিনির প্রকৃত অনুগামী যাঁহারা, তাঁহারা সহজে দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা না করিয়া সূত্রের অবগুণ্ঠিত তাৎপর্য সূত্রান্তর হইতে অনুধাবন করিবার চেষ্টা করেন। এই উদার দৃষ্টির ফলে অনেক সময় অন্য সূত্রের জ্ঞাপকতায় সূত্রের মর্যাদা রক্ষিত ও যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ব্যাকরণ-বিচারের এই উদার শৈলী ও সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রয়োগকে ন্যায়ানুসারে সমর্থন করার-উদ্ভূত মানসিকতা অতীত 'সমালোচনা' শাস্ত্রের একটি প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

❑ ৫৪৯। তৃতীয়ার্থে ১।৪।৮৫।।

• বৃ। অস্মিন্ দ্যোত্যে অনুরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। নদীমন্ববসিতা সেনা। নদ্যা সহ সম্বদ্ধা ইত্যর্থঃ। ষিঞ্ বন্ধনে—ক্ত।

• **অনুবাদ**। এই অর্থ দ্যোতিত হইলে অনু উক্ত অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞা প্র হয়। যথা, নদীম্ ইত্যাদি। নদীর সহিত সংযুক্ত, ইহাই অর্থ। 'অবসিতা' পদে (অব + + ক্ত) 'ষিঞ্' অর্থাৎ 'সি' ধাতুর অর্থ বন্ধন করা, এই ধাতুর উত্তরই 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে

• **আলোচনা**। 'তৃতীয়া' বলিতে সহার্থে তৃতীয়া বুঝিতে হইবে। অতএব 'তৃতীয়া শব্দের অর্থ 'সহার্থ'। সহ বা সহিত অর্থ দ্যোতনা করিয়া 'অনু' কর্মপ্রবচনীয় হয়, ইহা সূত্রার্থ। যথা, নদীম্ অনু অবসিতা সেনা। **অর্থ** ঃ— সৈন্যবাহিনী নদীর সহিত সংযু অর্থাৎ নদী পর্যন্ত অবস্থিত। 'সিত' শব্দটি এখানে সো + ক্ত নয়, সি + ক্ত। 'সি' ধাতু অর্থ বন্ধন করা। পাণিনীয় ধাতুপাঠে 'ষিঞ্' ধাতু দৃষ্ট হয়। বস্তুত ইহা 'সি' ধাতুই। অ শব্দ এখানে 'সহিত' অর্থ দ্যোতনা করে। এবং সহার্থদ্যোতক অনু-যোগে 'কর্মপ্রবচনী যুক্তে দ্বিতীয়া' এই সূত্রানুসারে 'নদী' শব্দে দ্বিতীয়া হইয়াছে।

❑ ৫৫০। হীনে ১।৪।৮৬।।

• **দী**। হীনে দ্যোত্যে অনুঃ প্রাগ্বৎ। অনু হরিং সুরাঃ। হরের্হীনা ইত্যর্থঃ।

• **পদটীকা**। প্রাগ্বৎ — পূর্বের মত অর্থাৎ পূর্ববৎ 'কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞ' হয়।

• **অনুবাদ**। হীনার্থে অর্থাৎ 'অপকর্ষ' দ্যোতনা করিলে 'অনু' কর্মপ্রবচনীয়সং প্রাপ্ত হয়। যথা, অনু হরিং সুরাঃ। দেবতারা হরি অপেক্ষা নিকৃষ্ট, ইহাই বাক্যার্থ।

• **আলোচনা**। নিকৃষ্টার্থদ্যোতক 'অনু'-যোগে **উৎকৃষ্টে দ্বিতীয়া** হয়, নিকৃষ্টে নহে কারণ নিকৃষ্টে ২য়ার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। বাক্যে 'হরি' উৎকৃষ্ট, অতএব তাহাতে ২য় হইয়াছে।

❑ ৫৫১। উপোঽধিকে চ ১।৪।৮৭।।

• **দী**। অধিকে হীনে চ দ্যোত্যে উপ ইত্যব্যয়ং প্রাক্সংজ্ঞং স্যাৎ। অধিকে সপ্ত বক্ষ্যতে (৬৪৫—২।৩।৯)। হীনে — উপ হরিং সুরাঃ।

• **অনুবাদ**। অধিক অর্থাৎ **উৎকৃষ্ট** এবং হীন অর্থাৎ **নিকৃষ্ট** অর্থ দ্যোতনা করিলে

'উপ' অব্যয়টি কর্মপ্রবচনীয় হয়। অধিকার্থে 'উপ'-যোগে ৭মী হয় এবং তাহা সপ্তমী প্রকরণে আলোচিত হইবে। হীনার্থে উদাহরণ — উপ হরিং সুরাঃ (দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন)।

• **আলোচনা**। নিকৃষ্টার্থে 'উপ'যোগে **উৎকৃষ্টেই** ২য়া হয়, যথা 'হরিং'। অধিকার্থে উপযোগে নিকৃষ্টে ৭মী হয়। যথা, উপ **পরার্ধে** হরের্গুণাঃ। হরির গুণ 'পরার্ধ' (সর্বাধিক অর্থাৎ চরম সংখ্যা) অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ সংখ্যাতীত।

❑ ৫৫২। লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ ১।৪।৯০।।

• **দী**। এষ্বর্থেষু বিষয়ভূতেষু প্রত্যাদয় উক্তসংজ্ঞাঃ স্যুঃ। লক্ষণে— বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যানে— ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি পরি অনু বা। ভাগে— লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি পরি অনু বা, হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বীপ্সায়াম্— বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা সিঞ্চতি। অত উপসর্গত্বাভাবান্ন ষত্বম্। এষু কিম্? পরিষিঞ্চতি।

• **অনুবাদ**। এই অর্থগুলি বিষয় হইলে 'প্রতি'-প্রভৃতি (নিপাতসমূহ) উক্ত অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক হয়। **'লক্ষণ' অর্থে**, যথা— বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। **'ইত্থম্ভূতাখ্যান' অর্থে** উদাহরণ হইল — ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি ইত্যাদি। **'ভাগ'** অর্থে উদাহরণ, যথা— লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি ইত্যাদি। (সমুদ্রমন্থনকালে) লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়িয়াছিলেন, ইহাই অর্থ। **'বীপ্সা'র্থে** যথা,— বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। বৃক্ষে বৃক্ষে অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষে সেচন করিতেছে, বাক্যে ইহাই ব্যাপ্তার্থ। এই উদাহরণে 'প্রতি' ইত্যাদির উপসর্গত্বাভাবে 'সিঞ্চতি' পদে যত্ন হয় নাই। এই সব অর্থে কেন? এই সব অর্থেই 'প্রতি' প্রভৃতি নিপাতের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব হয়, অন্যত্র নহে, যথা— পরিষিঞ্চতি।

• **আলোচনা**। লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা, এই চতুর্বিধ অর্থে প্রতি, পরি ও অনু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। **'লক্ষণ' শব্দে** সূচ্য-সূচক সম্বন্ধ বুঝায়। যথা, বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। এখানে বিদ্যুৎ-বিদ্যোতনের দ্বারা সূচনা করিতেছে 'বৃক্ষ', বৃক্ষ সূচক, এবং প্রতি — প্রভৃতি নিপাতের জন্যই এই সূচ্য-সূচক-সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব লক্ষণার্থে ইহারা কর্মপ্রবচনীয়। এই

'উপ' অব্যয়টি কর্মপ্রবচনীয় হয়। অধিকার্থে 'উপ'-যোগে ৭মী হয় এবং তাহা সপ্তমী প্রকরণে আলোচিত হইবে। হীনার্থে উদাহরণ — উপ হরিং সুরাঃ (দেবতারা হরি অপেক্ষা হীন)।

• **আলোচনা**। নিকৃষ্টার্থে 'উপ'যোগে **উৎকৃষ্টেই** ২য়া হয়, যথা 'হরিং'। অধিকার্থে উপ'যোগে নিকৃষ্টে ৭মী হয়। যথা, উপ **পরার্ধে** হরের্গুণাঃ। হরির গুণ 'পরার্ধ' (সর্বাধিক অর্থাৎ চরম সংখ্যা) অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ সংখ্যাতীত।

❑ ৫৫২। লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্যনবঃ ১।৪।৯০।।

• **দী**। এষ্বর্থেষু বিষয়ভূতেষু প্রত্যাদয় উক্তসংজ্ঞাঃ স্যুঃ। লক্ষণে— বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যানে— ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি পরি অনু বা। ভাগে— লক্ষ্মীহরিং প্রতি পরি অনু বা, হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বীপ্সায়াম্— বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা সিঞ্চতি। অত উপসর্গত্বাভাবান্ন ষত্বম্। এষু কিম্? পরিষিঞ্চতি।

• **অনুবাদ**। এই অর্থগুলি বিষয় হইলে 'প্রতি'-প্রভৃতি (নিপাতসমূহ) উক্ত অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক হয়। **'লক্ষণ' অর্থে**, যথা— বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। **'ইত্থম্ভূতাখ্যান' অর্থে** উদাহরণ হইল — ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি ইত্যাদি। **'ভাগ'** অর্থে উদাহরণ, যথা— লক্ষ্মীহরিং প্রতি ইত্যাদি। (সমুদ্রমন্থনকালে) লক্ষ্মী হরির ভাগে পড়িয়াছিলেন, ইহাই অর্থ। **'বীপ্সা'র্থে** যথা,— বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। বৃক্ষে বৃক্ষে অর্থাৎ প্রতিটি বৃক্ষে সেচন করিতেছে, বাক্যে ইহাই ব্যাপ্তার্থ। এই উদাহরণে 'প্রতি' ইত্যাদির উপসর্গত্বাভাবে 'সিঞ্চতি' পদে যত্ন ২য়া নাই। এই সব অর্থে কেন? এই সব অর্থেই 'প্রতি' প্রভৃতি নিপাতের কর্মপ্রবচনীয়ত্ব হয়, অন্যত্র নহে, যথা— পরিষিঞ্চতি।

• **আলোচনা**। লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা, এই চতুর্বিধ অর্থে প্রতি, পরি ও অনু কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। **'লক্ষণ' শব্দে** সূচ্য-সূচক সম্বন্ধ বুঝায়। যথা, বৃক্ষং প্রতি ইত্যাদি। বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। এখানে বিদ্যুৎ-বিদ্যোতনের যেন সূচনা করিতেছে 'বৃক্ষ', বৃক্ষ সূচক, এবং প্রতি — প্রভৃতি নিপাতের জন্যই এই সূচ্য-সূচক-সম্বন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। অতএব লক্ষণার্থে ইহারা কর্মপ্রবচনীয়। এই

কর্মপ্রবচনীয়যোগে **সূচকে** ২য়া বিভক্তি হয়। 'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ 'এইরূপ হইয়াছে', 'আখ্যান' শব্দের অর্থ বর্ণনা। অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তির বর্ণনা বা সূচনাই 'ইত্থম্ভূতাখ্যান'। এই অর্থ দ্যোতনা করিলে প্রতি-প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয় হয়, যথা, ভক্তো বিষ্ণুং প্রতি ইত্যাদি। বিষ্ণুং প্রতিপূজ্য স ভক্ত ইত্যর্থঃ। ভক্তত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রতি অনুরক্ততা এক বিশেষ অবস্থা, এই অবস্থা-বিশেষের সূচনা করিতেছে প্রতি প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়। এতদ্‌যোগে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান্তর ঘটিয়াছে তাহাতে অর্থাৎ 'বিষ্ণুতে' ২য়া বিভক্তি হইয়াছে। **'ভাগ' অর্থে** উদাহরণ যথা, লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি ইত্যাদি। প্রতি প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়ের দ্বারা এখানে অংশার্থ দ্যোতিত হইতেছে। ভাগার্থে যে ভাগবান্ (অংশীদার), তাহাতে ২য়া বিভক্তি হয়, অতএব 'হরিং' ২য়া হইয়াছে। **'বীপ্সা'** শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তি বুঝাইলে প্রতি-প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়। যথা, বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পরি অনু বা সিঞ্চতি। কিন্তু এস্থলে 'বৃক্ষ' শব্দের দ্বিরুক্তির দ্বারাই 'বীপ্সা' সূচিত হয়। যদি তাহাই হয় তবে বীপ্সার্থে 'প্রতি' প্রভৃতির কর্মপ্রবচনীয়তা নিরর্থক। কিন্তু বীপ্সার্থসূচনার জন্য নহে, **উপসর্গত্ব-নিবারণের জন্যই** ইহাদের এক্ষেত্রে কর্মপ্রবচনীয়ত্ব বিধান করা হইয়াছে। উপসর্গ হইলে **ণত্ব-ষত্ব** বিহিত হইত। কর্মপ্রবচনীয়ত্বহেতুই 'বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি সিঞ্চতি' এই উদাহরণে ষত্ব হয় নাই। উক্ত চতুর্বিধ অর্থ না বুঝাইলে প্রতিপ্রভৃতির উপসর্গত্বহেতু ণত্ব-ষত্ববিধান হইবে। যথা,— বৃক্ষং পরিষিঞ্চতি (বৃক্ষটিকে সম্যক্‌ভাবে সেচন করিতেছে) এখানে লক্ষণাদি অর্থ না থাকায় ষত্ববিধান হইয়াছে। লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান ও ভাগ, এই তিনটি অর্থ 'প্রতি' প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয়ের দ্বারাই সূচিত হয়, কিন্তু বীপ্সার্থ কর্মপ্রবচনীয়ের দ্বারা সূচিত হয় না। **এই জন্যই দীক্ষিত 'এষ্বর্থেষু' বিষয়ভূতেষু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 'এষ্বর্থেষু দ্যোত্যেষু' এইরূপ অর্থ করেন নাই।** কর্মপ্রবচনীয়দ্বারা সূচিত হউক বা না হউক, এই চতুর্বিধ অর্থ প্রকাশ পাইলেই 'প্রতি' প্রভৃতি কর্মপ্রবচনীয় হইবে। এই চারিটি অর্থ কর্মপ্রবচনীয়ত্বের বিষয়, ইহাই হইল সূত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য।

❑ ৫৫৩। অভিরভাগে ১।৪।৯১।।

• দী। ভাগবর্জে লক্ষণাদৌ অভিরুক্তসংজ্ঞঃ স্যাৎ। হরিমভিবর্ততে। ভক্তো হরিমভি। দেবং দেবমভি সিঞ্চতি। অভাগে কিম্? যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাম্।

• অনুবাদ। 'ভাগ' ব্যতীত 'লক্ষণ' প্রভৃতি অর্থে 'অভি' কর্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যথা, হরিমভি ইত্যাদি। 'ভাগ' ব্যতীত বলা হইল কেন? কারণ, 'ভাগ' অর্থে কর্মপ্রবচনীয় হয় না। যথা, যদত্র ইত্যাদি।

• আলোচনা। পূর্বসূত্রে লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা, এই চতুর্বিধ অর্থে কর্মপ্রবচনীয়ত্বের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত চারিটি অর্থের মধ্যে 'ভাগ' ব্যতীত অন্য তিনটি অর্থে (অর্থাৎ লক্ষণ, ইত্থম্ভূতাখ্যান ও বীপ্সা অর্থে) 'অভি' কর্মপ্রবচনীয় হয়, ইহাই আলোচ্য সূত্রের তাৎপর্য। লক্ষণার্থে যথা, হরিমভি বর্ততে (হরিকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে)। ইত্থম্ভূতাখ্যান — ভক্তো হরিমভি (হরিপূজন, হরির প্রতি অনুরাগ হেতু ভক্ত)। বীপ্সা— দেবং দেবমভি সিঞ্চতি (প্রতিটি দেবতার অভিষেক করিতেছে)। 'ভাগ' অর্থে 'অভি' কর্মপ্রবচনীয় হয় না। যথা, যদত্র মমাভিষ্যাৎ তদ্দীয়তাম্ (এখানে যাহা আমার অংশে পড়ে তাহা দেওয়া হউক। 'অভি' এই নিপাতটির দ্বারা এখানে অংশার্থ দ্যোতিত হইতেছে, অতএব ইহা কর্মপ্রবচনীয় নয়, উপসর্গ। কর্মপ্রবচনীয় নয় বলিয়া 'মম' ৬ষ্ঠী হইয়াছে, ২য়া হয় নাই এবং 'অভি' যেহেতু উপসর্গ, অতএব তদ্যোগে 'স্যাৎ'-এ ষত্ব হইয়াছে। যদি ইহা কর্মপ্রবচনীয় হইত তবে 'যদত্র মামভি স্যাৎ তদ্দীয়তাম্' এইরূপ উদাহরণ হইত অর্থাৎ 'অভি'যোগে 'মাম্' ২য়া হইত এবং 'স্যাৎ' এ ষত্ব হইত না।

□ ৫৫৪। অধিপরী অনর্থকৌ ১।৪।৯৩।।

• বৃ। উক্তসংজ্ঞৌ স্তঃ। কুতোঽধি আগচ্ছতি। কুতঃ পরি আগচ্ছতি। গতিসংজ্ঞাবাধাৎ "গতির্গতৌ" (৩৯৭৭—৮।১।৭০) ইতি নিঘাতো ন।

• পদটীকা। নিঘাত — অনুদাত্ততা (low accent)। স্তঃ = অস্ + লট্ তস্।

• অনুবাদ। অধি ও পরি উক্তসংজ্ঞক অর্থাৎ কর্মপ্রবচনীয়সংজ্ঞক হয়। যথা, কুতোঽধি ইত্যাদি। গতিসংজ্ঞা বাধিত হওয়ার জন্য 'গতির্গতৌ' এই সূত্রানুসারে অনুদাত্ততা হয় নাই।

• আলোচনা। একদা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত উপসর্গ ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে 'কর্মপ্রবচনীয়' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ক্রিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও তাহা অতীতে যে বিশেষ সম্বন্ধ দ্যোতনা করিত তাহা দ্যোতনা করে। ইহাই কর্মপ্রবচনীয়ের